



## 9359 - ইবাদতে রিয়া (প্রদর্শনচেছা)-র অনুপ্রবশে

### প্রশ্ন

কোন মানুষ কি এমন কোন আমলরে জন্য সওয়াব পাবনে যাতে রিয়া (প্রদর্শনচেছা) রয়ছে; কনিতু আমলকালীন সময়ে নয়িত পরবির্তন হয়ে সটো আল্লাহ্ৰ জন্য হয়ে গলে। উদাহরণতঃ আমিতলোওয়াত সমাপ্ত করার পর আমাকে রিয়া পয়ে বসল। যদি আমি এই চনিতাকে আল্লাহ্ৰ প্রতি চনিতা দিয়ে মোকাবেলা করি আমি কি এই তলোওয়াতরে সওয়াব পাব? নাকি রিয়ার কারণে আমার সওয়াব নষ্ট হয়ে যাবে? এমনকি রিয়া যদি আমল শেষে হওয়ার পরে আসে তবুও?

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

রিয়া (প্রদর্শনচেছা)-র সাথে ইবাদতরে তনিটি অবস্থা:

এক. ইবাদতটি সম্পাদন করার মূল প্ররোণা হওয়া— মানুষকে প্রদর্শন। যমেন- কটে মানুষকে দেখোনের জন্য নামায পড়ল; যাতে করে মানুষ তার নামাযরে প্রশংসা করে— এমন রিয়া ইবাদতকে বাতলি করে দেয়।

দুই. ইবাদত পালনকালীন সময়ে রিয়া। অর্থাৎ শুরুতে ইবাদতরে উদ্দীপনা ছিল আল্লাহ্ৰ জন্য একনষিঠতা; কনিতু ইবাদতরে মাঝখানে রিয়ার উদ্রকে ঘটল। এ ইবাদতরে দুটো অবস্থা হতে পারে:

(১) ইবাদতরে প্রথমমাংশ শেষোংশরে সাথে সম্পূক্ত না থাকা (বভিজ্য ইবাদত)। তাহলে এর প্রথমমাংশ সহহি; আর শেষোংশ বাতলি। এর উদাহরণ হল— এক ব্যক্তরি কাছে ১০০ রিয়াল আছে। তনি এই রিয়াল সদকা করতে চান। তনি ৫০ রিয়াল সদকা করছেন খালসি নয়িততে। আর বাকী ৫০ রিয়ালে রিয়া ঢুকছে। তার প্রথম সদকা সহহি ও মাকবুল। আর পরবর্তী ৫০ রিয়ালরে সদকা বাতলি; যহেতে সটোতে ইখলাসরে সাথে রিয়ার সংমশ্রিণ ঘটছে।

(২) ইবাদতরে প্রথমমাংশরে সাথে শেষোংশ সম্পূক্ত থাকা (অবভিজ্য ইবাদত)। এমন ইবাদত পালনকালে মানুষ দুটো অবস্থার কোন একটি থেকে মুক্ত হবে না: (ক) রিয়াকে প্রতরোধ করা ও স্থতিশীল হতে না দেওয়া। বরং রিয়া থেকে মুখ ফরিয়ে নয়ো ও রিয়াকে অপছন্দ করা। এমন হলে রিয়া ইবাদতরে কোন ক্ষতি করবে না। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "আমার উম্মত মনে মনে যা চনিতা করে নশিচয় আল্লাহ্ সটো ক্ষমা করে দিয়েছেন; যতক্ষণ না সে আমল



করে কথিবা কথা বলবে।" (খ) রযি়ার প্ৰতি সন্তুষ্ট থাকা এবং রযি়াকে প্ৰতিহিত না করা। সন্ধ্যেরে তার গোটো ইবাদত বাতলি হয়ে যাবে। কেননা এই ইবাদতেরে প্ৰথমংশ শযোংশেরে সাথে সম্পৃক্ত (অবভিজ্য)। এর উদাহরণ হল: কোন ব্যক্তি আল্লাহ্ৰ প্ৰতি একনষিঠ হয়ে নামায শুরু করল। এরপর দ্বিতীয় রাকাতে রযি়ার উদ্ৰকে হল। তখন গোটো নামাযই বাতলি হয়ে যাবে। যহেতে গোটো নামায প্ৰথমংশ শযোংশেরে সাথে সম্পৃক্ত।

তনি, ইবাদতটি পালন সমাপ্ত হওয়ার পর রযি়ার উদ্ৰকে ঘটা। এটি ইবাদতেরে উপর কোন প্ৰভাব বসিতার করবে না এবং ইবাদতকে বাতলি করবে না। কেননা ইবাদতটি সঠিকভাবে সমাপ্ত হয়েছে। সুতরাং ইবাদত সমাপ্ত হওয়ার পর রযি়া ঘটলে ইবাদত নষ্ট হবে না।

অন্য মানুষ তার ইবাদতেরে কথা জনে যাওয়ার প্ৰক্ষেপিতে মনে যে আনন্দ লাভ হয় সটো রযি়া নয়। কেননা তা ইবাদত সম্পাদতি হওয়ার পর ঘটছে। অনুরূপভাবে কোন ইবাদত করতে পরে নজি আনন্দতি হওয়াটাও রযি়া নয়। কেননা সটো তার ঈমানেরে আলামত। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "যে ব্যক্তিকে তার নকে আমল আনন্দতি করে এবং বদ আমল ভারাক্রান্ত করে সেই-ই মুমনি।" নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেসে করা হলে তিনি বলেন: "এটা হচ্ছে মুমনির জন্ম তাৎক্ষণিক সুসংবাদ।"

[মাজমুউ ফাতাওয়াস শাইখ বনি উছাইমীন (২/২৯, ৩০)]